জাতিসংঘ সংবাদ

DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

UNIC Dhaka

PEACE IS IN OUR HANDS
2001-2010 INTERNATIONAL DECADE FOR A CULTURE OF PEACE AND NON-VIOLENCE FOR THE CHILDREN OF THE WORLD

সেপ্টেম্বর ২০০৭ September 2007

১৯শ বর্ষ নবম সংখ্যা Volume-IXX, No. IX

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬২তম অধিবেশন শুরু

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বাষট্টিতম অধিবেশন ১৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শুরু হচ্ছে। চিরাচরিতভাবে কয়েক ডজন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং মন্ত্রীর বিবৃতির মধ্য দিয়ে বার্ষিক সাধারণ আলোচনা শুরু হবে ২০০৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর।

২০০৮ সালের মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় বাষট্টিতম অধিবেশনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হবে। ২৪ সেপ্টেম্বর মহাসচিব আয়োজিত 'ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে : জলবায়ু পরিবর্তনে নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা' শীর্ষক এক উচ্চপর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে; এবং ৪ ও ৫ অক্টোবর সাধারণ আলোচনার পর সাধারণ পরিষদ শান্তির জন্য আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসংস্কৃতি সমঝোতা ও সহযোগিতা বিষয়ক এক উচ্চপর্যায়ের সংলাপের আয়োজন করবে। এছাড়া উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে ২২ ও ২৩ অক্টোবর এবং শিশু বিষয়ক সপ্তবিংশতিতম বিশেষ অধিবেশনের ফলানুবর্তনের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ স্মারক অধিবেশন হবে ১১ ও ১২ ডিসেম্বর। পরিষদের আলোচনায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে থাকবে :

- জলবায়ুর পরিবর্তন;
- উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন;
- সন্ত্রাস মোকাবিলার কৌশল বাস্তবায়ন;
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনের ব্যবস্থাগুলোর ফলানুবর্তন।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন

পরিষদের অধিবেশনে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার, পদ্ধতিভিত্তিক সঙ্গতি, সাধারণ পরিষদকে বেগবান করা, স্থিতিশীল উন্নয়ন ও এইচআইভি/এইডস নিয়েও আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

বহুপক্ষীয় আলোচনার ফোরাম

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আলাপ-আলোচনা, নীতি প্রণয়ন ও প্রতিনিধিত্বের প্রধান অঙ্গ সংগঠন হিসেবে একটি মূল অবস্থান পরিগ্রহ করে রেখেছে।

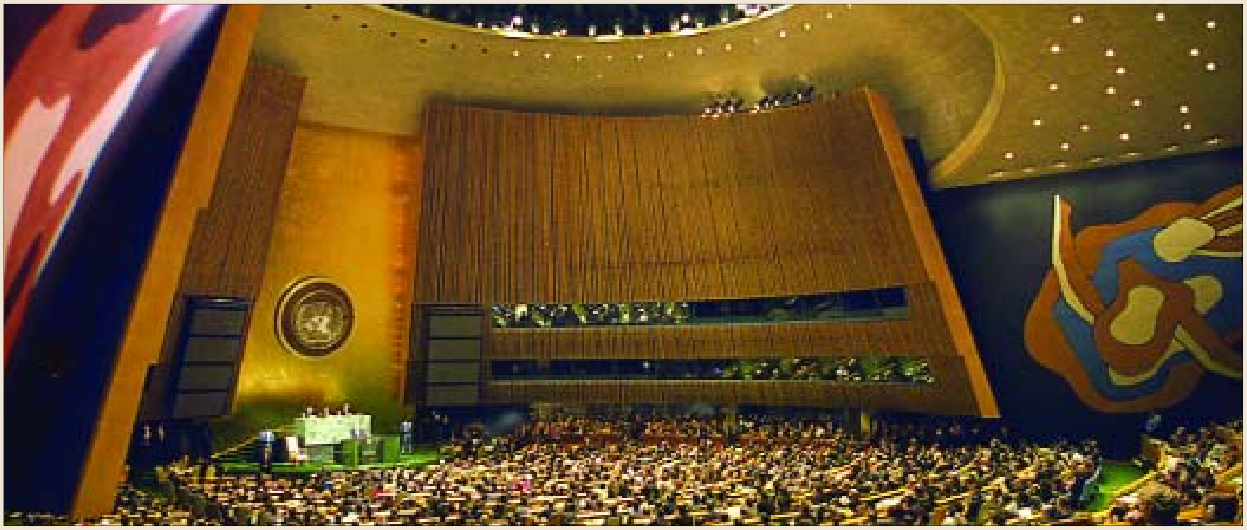

জাতিসংঘের ১৯২ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদ সনদের আওতাধীন আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে পূর্ণ পরিসরে আলোচনার একটি বহুপক্ষীয় ফোরাম। পরিষদ আন্তর্জাতিক আইনের মান নির্ধারণ ও সঙ্কলন গ্রন্থনা প্রক্রিয়ায়ও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিষদ প্রতিবছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় নিয়মিত এবং এরপর যখন প্রয়োজন হয় অধিবেশনে মিলিত হয়।

সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা নিম্নরূপ :

- নিরস্ত্রীকরণসহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সহযোগিতার সাধারণ নীতিমালা বিবেচনা ও সে সম্পর্কে সুপারিশ করা;
- নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাধীন কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি ব্যতীত, আন্তর্জাতিক শান্তি বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করা;
- একই ব্যতিক্রম ব্যতীত সনদের আওতাধীন যে কোনো বিষয় অথবা জাতিসংঘের যে কোনো অঙ্গ সংগঠনের ক্ষমতা ও কাজ নিয়ে আলোচনা এবং সুপারিশ করা;
- আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণার সূচনা করা ও সুপারিশ দেয়া, আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়ন ও গ্রন্থভুক্তি, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো ও সুপারিশ করা;
- দেশগুলোর সুসম্পর্ক ব্যাহত করতে পারে এমন যে কোনো পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির সুপারিশ করা;
- নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট গ্রহণ ও তা বিবেচনা করা;
- জাতিসংঘের বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা এবং সদস্যদের দেয় চাঁদার অঙ্ক নির্ধারণ করা;
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য এবং জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদ ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্য নির্বাচন করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘ মহাসচিব নিয়োগ করা।

১৯৫০ সালের নভেম্বরে সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'শান্তির জন্য ঐক্য' প্রস্তাব [প্রস্তাব ৩৭৭ (v)] অনুযায়ী, যদি কোনো ঘটনায় শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, শান্তি ভঙ্গ হয় বা আগ্রাসন চালানো হয় এবং এরূপ পরিস্থিতিতে স্থায়ী কোনো সদস্যের নেতিবাচক ভোটের কারণে নিরাপত্তা পরিষদ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তাহলে সাধারণ পরিষদ ব্যবস্থা নিতে পারে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা বা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সদস্য দেশগুলোর কাছে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য সাধারণ পরিষদ তখনি বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

রাষ্ট্রগুলোর কাছে পরিষদ তার আওতার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে যদিও কেবল এমন সুপারিশ করার ক্ষমতাই রাখে যেগুলো প্রতিপালনে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবু তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও আইনি ক্ষেত্রে এমন সব কার্যক্রম সূচিত করেছে যেগুলো সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে। ২০০০ সালে গৃহীত যুগান্তকারী মিলেনিয়াম ঘোষণা এবং ২০০৫ সালের বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের ফলশ্রুতি দলিল উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচনের পাশাপাশি শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ, মানবাধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন এগিয়ে নেয়া, আমাদের অভিন্ন পরিবেশ রক্ষা, আফ্রিকার বিশেষ চাহিদা পূরণ এবং জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সদস্য দেশগুলোর প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।

ঐকমত্যের অন্বেষায়

সাধারণ পরিষদে প্রতিটি সদস্য দেশের ভোট একটি। শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ এবং নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের মতো বিষয়ে গৃহীত ভোটে সদস্য দেশগুলোর দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। তবে অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণ না করে ঐকমত্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জোরদার হচ্ছে। প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মতৈক্যে পৌঁছানোর পর সভাপতি কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট না নিয়ে তা গ্রহণ করে নেয়ার কথা বলতে পারেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি

ড. সরগজান কেরিম

মান্যবর ড. সরগজান কেরিম ২৪ মে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বাষট্টিতম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

একজন ঝানু কূটনীতিক, অর্থনীতিবিদ, প�িত ও ব্যবসায়ী ড. কেরিমের রয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতার সম্পদ এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান।

২০০০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ড. কেরিম যুগোশ-াভিয়ার মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এই পদাধিকারবলে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় সহযোগিতা প্রক্রিয়ার চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন।

২০০১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত তিনি জাতিসংঘে তাঁর দেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। এ সময়ে তিনি উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন (মন্টেরি ২০০২) ও বিশ্ব স্থিতিশীল উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন (জোহানেসবার্গ ২০০২) উভয়েরই ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ছাপ্পান্নতম অধিবেশনের সভাপতির ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘের সংস্কারের ওপর আলোকপাত করেন এবং সভ্যতার সংলাপ বিষয়ক আঞ্চলিক ফোরামের (অহরিদ, ২০০৩) সহ-সংগঠক ছিলেন।

তিন দশকেরও বেশি সময়ের স্বাতন্ত্র্যম�িত পেশাজীবনে ড. কেরিম ১৯৯৪ থেকে ২০০০ পর্যন্ত জার্মানিতে এবং ১৯৯৫ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ড ও লিয়েখটেনস্টেইনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০০ পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ইউরোপের স্থিতিশীলতা চুক্তির সমন্বয়কের বিশেষ দূতের দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে সাবেক যুগোশ-াভিয়া সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে রাজনৈতিক পেশায় তিনি ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ফেডারেল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সহকারী মন্ত্রী ও মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করেন। তারও আগে ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্র সরকারের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক মন্ত্রী ছিলেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ড. কেরিম বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি অনুষদে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিষয়ক অধ্যাপক ছিলেন। এছাড়া তিনি হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় (জার্মানি) ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। বলকান বিষয়ে তিনি ব্যাপক লেকচার দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও যুব বিষয়ে নয়টি বই লিখেছেন এবং ১শ'র বেশি জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ রচনা করেছেন, যার অনেকগুলোই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে। বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি অনুষদ থেকে তিনি ডক্টরেট করেছেন এবং ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, সার্বীয়, ক্রোয়েশীয় ও বুলগেরীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন।

২০০৩ সাল থেকে মি. কেরিম স্কোপজে-এ মিডিয়া প্রিন্ট মেসিডোনিয়ার মহাব্যবস্থাপক ছিলেন এবং ২০০৪ সালে তিনি বেলগ্রেডে বোর্ড অব পলিটিক্স নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনসের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ২০০৬ থেকে তিনি ভিয়েনাভিত্তিক ওয়াজ (W+Z) মিডিয়া গ্রুপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ইউরোপের মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১২ ডিসেম্বর স্কোপজে-এ জন্ম নেয়া মি. কেরিম বিবাহিত এবং তাঁর তিনটি সন্তান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস

২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস
জাতিসংঘ প্রস্তাবগুলো

সাধারণ পরিষদের প্রথম যাত্রাকালের সঙ্গে মিল রাখার জন্য জাতিসংঘের এক প্রস্তাবের মাধ্যমে ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস প্রতিষ্ঠা করা হয়। অধিবেশনের প্রথম উদ্বোধন হয় ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরের তৃতীয় মঙ্গলবার। ২০০২ সালে ২০তম বার্ষিকী থেকে শুরু করে সাধারণ পরিষদ ২১ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের স্থায়ী তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করে।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যা যথোচিত হবে তা হলো

'শান্তির আদর্শ এগিয়ে নেয়ার জন্য জাতিসংঘ ও তার সদস্য রাষ্ট্রগুলো এবং সমগ্র মানবজাতির প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করা এবং সব সম্ভাব্য উপায়ে শান্তির প্রতি তাদের অঙ্গীকারের অনুকূল প্রমাণ দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়োজিত করা... (আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসকে) সব দেশ ও মানুষের ভেতর এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শান্তির আদর্শ স্মরণীয় ও জোরদার করার জন্য নিয়োজিত করা।'

পরিষদের প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস

সব মানুষের জন্য এই এক স্মারক হিসেবে কাজ করবে যে আমাদের সংস্থা তার সব সীমাবদ্ধতা নিয়েই শান্তির কাজে একটা জীবন্ত হাতিয়ার এবং এই সংস্থায় আমরা যারা আছি তাদের জন্য তাকে নিয়ত উচ্চনাদে বাদনরত ঘণ্টাধ্বনির মতো আমাদের সবাইকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কাজটি করতে হবে যে, 'সব স্বার্থ ও যে কোনো ধরনের বিভেদের ঊর্ধ্বে শান্তির লক্ষ্যই আমাদের স্থায়ী অঙ্গীকার। এই শান্তি দিবস প্রকৃতই হোক একটি শান্তির দিন।'

(জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ইউএন/এ/রেজ/৩৬/৬৭ সংখ্যক প্রস্তাব থেকে উদ্ধৃতাংশ)

২০০১ সালে গৃহীত সংশোধিত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়

'পরিষদ, শান্তির আদর্শ জোরদার এবং উত্তেজনা ও সংঘাতের কারণ প্রশমনে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালন ও উদযাপনের অবদান দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত করে (সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে), সাতান্নতম অধিবেশনের শুরু থেকে প্রতি বছর এ দিবস ২১ সেপ্টেম্বর পালিত হবে, শান্তি উদযাপন ও পালনের জন্য এ তারিখ সব লোকের মনোযোগে নেয়া হবে।'

নতুন প্রস্তাবের আহ্বান–আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস হবে একটা বিশ্ব যুদ্ধবিরতি

'ঘোষণা করছে যে, এখন থেকে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস একটি বিশ্ব যুদ্ধবিরতি ও অহিংসা দিবস হিসেবে পালিত হবে, যা দিবসটি চলাকালে বৈরিতা পরিহারকে সম্মান দেখানোর জন্য সব জাতি ও মানুষের প্রতি একটি আহ্বান।'

(জাতিসংঘের ইউএন/এ/রেজ/৫৫/২৮২ সংখ্যক সংশোধিত প্রস্তাব থেকে উদ্ধৃতাংশ, যা আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করেছে এবং সেদিন বিশ্ব যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে)।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালন

২২ সেপ্টেম্বর ২০০৭

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালন উপলক্ষে সেন্টার ফর পিস ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র যৌথভাবে গত ২২ সেপ্টেম্বর পাবলিক লাইব্রেরি সেমিনার রুমে এক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিস এন্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আলী রেজা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বীরপ্রতীক এবং সভাপতিত্ব করেন অ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের জনাব মো. মনিরুজ্জামান

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭

শান্তি মানবতার সবচেয়ে অমুল্য চাহিদার অন্যতম। এটি জাতিসংঘের জন্যও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

শান্তিই আমাদের লক্ষ্যকে সংজ্ঞায়িত করে, আমাদের মুল শিক্ষাকে ধাবিত করে, শান্তি রক্ষা ও নিবারক কূটনীতি থেকে শুরু করে মানবাধিকার ও মানব উন্নয়নের প্রসার পর্যন্ত বিশ্ব জুড়ে আমাদের সকল কর্মকা[illegible]কে একসুত্রে গাঁথে।

শান্তির জন্য এই কাজ অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু সহজ নয়। বস্তুত বিশ্বের নানা প্রান্তে অগণিত জনগোষ্ঠীতে শান্তি এখনও মরীচিকাসম একটি লক্ষ্য। চাদ ও দারফুরের উদ্বাস্তু শিবির থেকে বাগদাদের অলিগলিতে শান্তির অন্বেষা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ও নিষ্পেষিত।

পৃথিবীর সর্বত্র সব মানুষের জন্য শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনতে আমাদের প্রচেষ্টার পর্যালোচনা করার সময় হলো ২১ সেপ্টেম্বর-আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস।

আমরা এ পর্যন্ত যা অর্জন করেছি, তা উদযাপন করার এবং যা কিছু এখনও বাকি সেগুলো করার লক্ষ্যে নিজেদের নিবেদিত করার অঙ্গীকার করার এটা একটা সুযোগ।

আজ আমি সারা বিশ্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে করে ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতায় বসবাসকারী সকল অঞ্চলের মানুষ ২৪ ঘণ্টার জন্য হলেও স্বস্তি খুঁজে পায়।

আজ আমি সশস্ত্র সংঘাত থেকে বিরত থাকতে সকল দেশ এবং বিবদমান দলগুলোকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং আজ মধ্যাহ্নে এক মিনিট নীরবতা পালনের অনুরোধ করছি।

কামানের শব্দবিহীন এই যুদ্ধবিরতির দিনে আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে সংঘাতের ক্ষতি কত অপরিসীম। আর আজকের এই যুদ্ধবিরতি যেন চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয় তার জন্য আমাদের দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে হবে।

আজ আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে আসুন আমরা শান্তিকে কেবল অগ্রাধিকার প্রদান নয়, বরং আমাদের পরম নেশায় পরিণত করার অঙ্গীকার করি। আমরা যে যেখানেই থাকি এবং যেভাবেই পারি আসুন আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রতিজ্ঞা করি, যাতে প্রতিটি দিনই হয় শান্তি ময়।

মানি লন্ডারিং বিরোধী বিশ্ব কর্মসূচি

আজকের বিশ্বায়নকৃত অর্থনীতিতে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রগুলো মাদক পাচার, অস্ত্র চোরাচালান ও আর্থিক অপরাধের মাধ্যমে বিপুল অর্থ কামাই করছে। এই কলুষিত অর্থ সংঘবদ্ধ অপরাধে কমই কাজে লাগে। কারণ এই অর্থ আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সন্দেহের উদ্রেক করে এবং তা অপরাধের প্রমাণ হয়ে থেকে যায়। যেসব অপরাধী ব্যাপকভিত্তিক অপরাধপ্রসুত অর্থের সুফল পেতে চায় তারা নিজেরা ধরাছোঁয়ায় না থেকে সেই অবৈধ অর্থকে তাদের গোপন করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম মানি লন্ডারিং।

মানি লন্ডারিং মোকাবিলায় কাজ করতে গিয়ে সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে জাতিসংঘ গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখছে। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তরের মুল হাতিয়ার হলো মানি লন্ডারিংবিরোধী বিশ্ব কর্মসুচি (জিপিএমএল)। জিপিএমএল-এর মাধ্যমে জাতিসংঘ মানি লন্ডারিংবিরোধী আইন জারি এবং এই অপরাধ দমনের মতো ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও বহাল রাখার ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোকে সাহায্য করে। এই কর্মসূচি মানি লন্ডারিংবিরোধী নীতি প্রণয়নে উৎসাহ যোগায়, সমস্যা ও সাড়া পরিবীক্ষণ ও বিশে-ষণ করে, মানি লন্ডারিং সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে জাতিসংঘের মানি লন্ডারিংবিরোধী যৌথ উদ্যোগের সমন্বয় হিসেবে কাজ করে।

কৌশলের মধ্যে রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেয়া, প্রশিক্ষণ কর্মশিবিরের আয়োজন করা, প্রশিক্ষণ উপকরণ যোগান দেয়া, আওতার মধ্যে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা স্থানান্তর করা, গবেষণা ও বিশে-ষণ পরিচালনা করা এবং উপাত্ত সংগ্রহ করা।

মানি লন্ডারিংয়ের ভুমিকা

প্রত্যেক অপরাধীরই তার অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ লন্ডার বা 'সাদা করা' প্রয়োজন করা। তবে যেখানে সংঘবদ্ধ অপরাধ, মাদক পাচার ও দুর্নীতি জড়িত থাকে, সেখানে মানি লন্ডারিং ব্যবসা-বাণিজ্য, উন্নয়ন, সরকার ও আইনের শাসনের জন্য শুভ পরিণাম বয়ে আনে না।

অন্যের টাকাকড়ি নিয়ে কাজ-কারবার করতে হয় বলে ব্যাংক (এবং অন্যান্য আর্থিক ও পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে) সততা ও সাধুতার সুনামের ওপর খুব নির্ভর করতে হয়। ব্যবসার জন্য ব্যাংকের সুনাম দরকার। সন্দেহজনক কাজ-কারবার করে বলে পরিচিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বৈধ প্রতিষ্ঠানগুলো এড়িয়ে চলবে। বড় কোনো ব্যাংক মানি লন্ডারিংয়ে সাহায্য করেছে এমন কথা জানাজানি হয়ে গেলে তার মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হতে পারে। মানি লন্ডারিং ব্যবসার জন্য খারাপ।

মানি লন্ডারিংয়ের কাজে ব্যবহৃত কোনো আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্র আদর্শ আর্থিক আশ্রয়ে পরিণত হতে পারে। কোনো আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্র মাদক পাচারকারীদের অর্থ ও সংঘবদ্ধ অপরাধের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করেছে বলে জানা গেলে বড় বড় বৈধ করপোরেশনের হিসাব ধরে রাখতে তা ব্যর্থ হবে; কারণ এর সঙ্গে সংশি-ষ্টতার মাধ্যমে তাদের সুনামহানির ভয় থাকে। যেসব উন্নয়নশীল দেশ প্রবৃদ্ধির স্বল্পকালীন চালিকাশক্তি হিসেবে 'কলুষিত অর্থ'কে আকৃষ্ট করে, সেসব দেশের পক্ষে সুদৃঢ় দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা কষ্টকর হতে পারে; কারণ এ বিনিয়োগ প্রত্যাশা করে স্থিতিশীল পরিবেশ ও সুশাসন এবং ওইসব দেশকে তা উন্নয়ন ধরে রাখতে এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে। মানি লন্ডারিং উন্নয়নের জন্য খারাপ।

মানি লন্ডারিং অপ্রতিহত গতিতে চলতে দিলে যেসব দেশের অপরাধী চক্র ব্যবসা করছে সেসব দেশে তা নগদ অর্থের চাহিদা পরিবর্তন করে, সুদ ও বিনিময় হার আরও পরিবর্তনশীল করে এবং মুদ্রা স্ফীতির হার বাড়িয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে ধস নামিয়ে দিতে পারে। প্রত্যেক বছর স্বাভাবিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি থেকে শত শত কোটি ডলার সরিয়ে নেয়া হলে তা কোনো একটা সময়ে সত্যিকার বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যখন প্রতিটি দেশের আর্থিক অবস্থা বিশ্ববাজারের স্থিতিশীলতার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানি লন্ডারিং অর্থনীতির জন্য খারাপ।

সবচেয়ে খারাপ হলো মানি লন্ডারিং দুর্নীতি ও সংঘবদ্ধ অপরাধের ক্ষমতায়ন করে। দুর্নীতিবাজ জনকর্মকর্তাদের ঘুষের অর্থ, অর্জিত অর্থের জন্য সহায়তাকারীকে প্রদত্ত হিস্যা, জনতহবিল এবং কখনো কখনো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত উন্নয়ন ঋণও সাদা করতে জানতে হয়। সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রগুলোকে মাদক পাচার ও পণ্য চোরাচালান থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাদা করতে হয়। সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো অস্ত্র কেনার জন্য মানি লন্ডারিংয়ের পথগুলো কাজে লাগায়। এই তিনটি শ্রেণীকে মানি লন্ডারিংয়ের সামর্থ্যের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ দেয়ার সামাজিক পরিণতি হতে পারে বিপর্যয়কর। জনকর্মকর্তা, পাচারকারী ও সংঘবদ্ধ অপরাধ গ্রুপগুলোর কাছ থেকে তাদের অপরাধসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে নেয়া হলো তাদের চলার পথে থামিয়ে দেয়ার অন্যতম সর্বোত্তম পথ।

মানি লন্ডারিং এসব ক্ষেত্রে যেসব বিপদ সৃষ্টি করছে সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরো বেশি সচেতন হয়েছে এবং অনেক সরকার ও বিচারব্যবস্থা সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা যেভাবে পারে সেভাবেই সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মানি লন্ডারিং ও বিশ্বায়ন

আন্তর্জাতিক সীমান্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দ্রুত অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে অপরাধীরা এখন বিশ্ব অর্থনীতির বিশ্বায়নের সুযোগ নিচ্ছে। আর্থিক তথ্য, প্রযুক্তি ও যোগাযোগে দ্রুত উন্নয়নের ফলে বিশ্বের যে কোনো স্থানে ও সহজে অর্থ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 'কলুষিত অর্থ' আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার যত গভীরে প্রবেশ করছে, তত বেশি তার উৎস চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে উঠেছে। মানি লন্ডারিংয়ের গোপন প্রকৃতির কারণে লন্ডারিংচক্রে যে কী পরিমাণ অর্থ যাচ্ছে তা ধারণা করা শক্ত। অনুমান করা হয় যে, প্রতিবছর বিশ্বে পাঁচশ' বিলিয়ন থেকে এক ট্রিলিয়ন অর্থ সাদা করা হয়। এই দুই অঙ্কের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর, কিন্তু নিচের হিসাবটা ধরলেও তা এমন এক গুরুতর সমস্যা যা সমাধানে সরকারগুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় বেশ কিছু অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে–যা তৈরি করেছে তিনটি 'এফ' যা হলো অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ও সম্পদ খুঁজে বের করা, ফ্রিজ করা ও বাজেয়াপ্ত করা, যার সবগুলোই কষ্টকর। এগুলো হলো কালোবাজারের ডলারায়ন (লেনদেনে মার্কিন ডলারের ব্যবহার), আর্থিক বিধিবিধান তুলে দেয়ার প্রতি সাধারণ প্রবণতা, ইউরো বাজারের অগ্রগতি ও আর্থিক গুপ্ত আশ্রয়ের বিস্তার।

প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করার অবস্থায় চলে এসেছে, যাতে 'মেগাবাইট অর্থ' (কম্পিউটার স্ক্রিনে সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ) দ্রুত ও সহজে বিশ্বের যে কোনো স্থানে যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস (আইএলডি) ৮ সেপ্টেম্বর। এ বছরের সাক্ষরতা দিবস সাক্ষরতা ও স্বাস্থ্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। এর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দশকের ২০০৭-২০০৮ দ্বিবার্ষিক কর্মসূচির প্রতিপাদ্যেরও গুরুত্ব বহন করে।

এই বিশেষ বিষয়ের ওপর ইউনেস্কো ও তার সহযোগীরাও সহায়ক কার্যক্রম তুলে ধরবে। ২০০৭ সালের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস সাক্ষরতা এবং সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, পরিবার, প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সংশি-ষ্ট সমাজ উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি ঘিরে পালিত হবে।

সাক্ষরতা যেমন শিক্ষার সর্বজনীন অধিকারের একটা অচ্ছেদ্য অংশ তেমনিভাবে তা স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নয়নেরও একটা অপরিহার্য ভিত্তি।

এ বছরের স্লে-াগান হলো, 'সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের চাবিকাঠি।'

ইউনেস্কো পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট

মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এমডিজি) সম্পর্কে মধ্যবর্তী পর্যায়ের অগ্রগতি রিপোর্টে ইউনেস্কো পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটসহ (ইউআইএস) কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রণীত পরিসংখ্যান তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন ২ জুলাই রিপোর্ট প্রকাশকালে উলে-খ করেছেন, আফ্রিকার উপসাহারাসহ বিশ্বের কয়েকটি দরিদ্রতম দেশে সার্বিক অগ্রগতি মন্থর হয়েছে। তিনি বলেছেন, বেশিরভাগ দেশেই এমডিজি অর্জনযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে, তবে তা কেবল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জরুরি ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই সম্ভব।

রিপোর্টে বেশকিছু অগ্রগতির বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যাতে রয়েছে :

- চরম দারিদ্র্যের ভেতর বসবাসরত লোকের হার ১৯৯০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশের নিচে নেমে এসেছে। এ প্রবণতা ধরে রাখা গেলে সামগ্রিকভাবে বিশ্বে এবং বেশির ভাগ অঞ্চলে দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্য অর্জিত হবে।
- আফ্রিকার উপসাহারায় অতি দরিদ্র লোকের সংখ্যায় হেরফের হয়নি। এ সত্ত্বেও অঞ্চলটি ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে নেই।
- উন্নয়নশীল বিশ্বে অধিকসংখ্যক শিশুকে স্কুলে নেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। ইউআইএস উপাত্ত অনুযায়ী প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির হার ১৯৯১ সালের ৮০% থেকে ২০০৫ সালে ৮৮%-এ উন্নীত হয়েছে। এই অগ্রগতির বেশির ভাগই অর্জিত হয়েছে ১৯৯৯ থেকে।
- যক্ষ্মা মহামারী পরিশেষে হ্রাস পাওয়ার পর্যায়ে বলে দেখা যাচ্ছে, যদিও এই অগ্রগতি ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যমানতা ও মৃত্যুহার অর্ধেকে নেমে আসার মতো যথেষ্ট দ্রুত নয়।

তবে নিম্নবর্ণিত অবস্থা থেকে বাদ-বাকি চ্যালেঞ্জের অপরিহার্যতা পরিস্ফুট হয় :

- প্রতি বছর এখনো পাঁচ লাখের বেশি নারী গর্ভ ও সন্তান প্রসবজনিত জটিলতায় মারা যায়, যা চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করার মতো।
- এইডসে বিশ্বব্যাপী প্রাণ হারানো লোকের সংখ্যা বেড়ে ২০০৬ সালে দুই লাখ ৯০ হাজারে পৌঁছেছে এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলো মহামারী বিস্তারে পাল-া দিয়ে পারছে না। ২০০৫ সালে এক কোটি ৫০ লাখের বেশি শিশু এইডসে বাবা-মায়ের একজন বা উভয়কেই হারিয়েছে।
- ইউআইএস-এর ভর্তি সম্পর্কিত উপাত্ত অনুসারে প্রায় সাত কোটি ২০ লাখ প্রাইমারি স্কুল বয়সী শিশু ২০০৫ সালে স্কুলে ছিল না, এদের মধ্যে ৫৭% মেয়ে। এই সংখ্যা বড় মনে হলেও জরিপে দেখা যায় যে, ভর্তি হয়েও স্কুলে যাচ্ছে না এমন শিশুর প্রকৃত সংখ্যা এতে কম করে দেখানো হয়েছে।
- বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন, যা ১৯৯০ সালের দুই হাজার তিনশ' মেট্রিক টন থেকে ২০০৪ সালে দুই হাজার নয়শ' মেট্রিক টনে পৌঁছেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভিঘাত থাকার কথা বলা হয়েছে, যা এমডিজি অর্জনের অগ্রগতি ব্যাহত করবে।

মানুষের শান্তির অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা

১৯৮৪ সালের ১২ নভেম্বর ৩৯/১১ সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদ এ ঘোষণা অনুমোদন করে।

সাধারণ পরিষদ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা যে জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য তা দৃঢ়তার সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করে, জাতিসংঘ সনদে সন্নিবেশিত আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতিমালার কথা মনে রেখে, মানবজাতির জীবন থেকে যুদ্ধের মুলোৎপাটন এবং সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী একটা পারমাণবিক বিপর্যয় নিবারিত করার জন্য মানুষের ইচ্ছে ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটিয়ে, যুদ্ধবিহীন জীবন যে দেশগুলোর বস্তুগত কল্যাণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং জাতিসংঘ ঘোষিত মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রধান আন্তর্জাতিক পূর্বশর্ত সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে, এই পারমাণবিক যুগে ধরাবক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠাই যে মানব সভ্যতা রক্ষা ও মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রাথমিক শর্ত তা সম্যক অবগত থেকে, মানুষের একটা শান্তিপূর্ণ জীবন রক্ষাই যে প্রতিটি রাষ্ট্রের পবিত্র কর্তব্য তা স্বীকার করে;

১. গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, আমাদের গ্রহের মানুষের শান্তির একটা পবিত্র অধিকার রয়েছে;

২. গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, মানুষের শান্তির অধিকার রক্ষা করা এবং এর বাস্তবায়ন এগিয়ে নেয়া প্রতিটি রাষ্ট্রের একটা মৌলিক বাধ্যবাধকতা;

৩. গুরুত্ব সহকারে বলছে যে, মানুষের অধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হলো রাষ্ট্রগুলোর নীতিমালা যুদ্ধ, বিশেষ করে পারমাণবিক যুদ্ধের মুলোৎপাটন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি ব্যবহারের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা এবং জাতিসংঘ সনদের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিচালিত করা;

৪. আবেদন জানাচ্ছে যে, সব রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা যেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের শান্তির অধিকার বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তাদান করে।

UN Millennium Development Goals
keep the promise
Millennium Development Goals
2015

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org